দৈনিক ইত্তেফাক

67

05 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

দেশে প্রকৃত শিক্ষিতের হার কত ?

।। মোহাম্মদ শাহজাহান ।।

দেশে পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সনদপ্রাপ্ত 'প্রকৃত শিক্ষিত' লোকের হার বা সংখ্যা কত, তাহা শিক্ষা বিভাগের অজ্ঞাত।

সাধারণভাবে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ সাক্ষর জনগোষ্ঠি সম্পর্কে 'সরকারী' তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া যায় ; কিন্তু দেশে বর্তমান পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন্ ধাপ পর্যন্ত অতিক্রম করিলে একজনকে 'শিক্ষিত' বলা যাইবে, সেই সংজ্ঞা নির্ধারিত না হওয়ায় এব্যাপারে কোন তথ্য সংকলন সম্ভব হইতেছে না। ফলে সাক্ষরতা হারকে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষিতের হার বলিয়া ভুলভাবে চালানো হইতেছে, অনেক স্কুল পাঠ্যবইসহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সচেতন নহে, এমন জনগোষ্ঠির মধ্যে এইরূপ তথ্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে।

১৯৮১ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের তখনকার পাঁচের উর্ধ্ব বয়সের জনসমষ্টির শতকরা ২৩ দশমিক ৮ ভাগ সাক্ষর ছিলেন। অর্থাৎ সে বছ

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক

05 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

শিক্ষিতের হার কত

(১ম পৃঃ পর)

রের ৯ কোটি ৭ [illegible] ৭৬ হাজার লোকসংখ্যার মধ্যে পাঁচের উর্ধ্ব ছিল ৭ কোটি ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার এবং শেষোক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৬ হাজার সাক্ষর ছিলেন।

১৯৮১ হইতে ১৯৮২ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারের সাক্ষরতা কর্মসূচীর মাধ্যমে ৭ লক্ষ বয়স্ক লোককে সাক্ষর করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর এই কর্মসূচী বন্ধ হইয়া যায় এবং এ পর্যন্ত তাহা বন্ধ রহিয়াছে। ফলে সাক্ষরতা হার ১৯৮১ সনের তুলনায় ১৯৮৭ সন নাগাদ মোটেই বাড়ে নাই, বরং কিছু নীচে নামিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সনে সাক্ষরতা হার ছিল ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ, ১৯৬১ সনে তাহা দাঁড়ায় কুড়ি দশমিক ৮ শতাংশে, ১৯৭৪ সনে বাড়িয়া হয় শতকরা ২৪ দশমিক ২৭ ভাগ এবং ১৯৮১ সনে পুনরায় কমিয়া দাঁড়ায় ২৩ দশমিক ৮ শতাংশে এবং ১৯৮৭ সনেও প্রায় ২৩ দশমিক ৮ ভাগ থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ, গত ৫ বছরে সাক্ষরতা কার্যক্রম বন্ধ রহিয়াছে, তাই বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই।

ইউনেস্কোর (জাতিসংঘ শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা) সংজ্ঞা অনুযায়ী, যে ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত সহজ বিবরণ পড়িয়া বুঝিতে পারে ও লিখিতে পারে, তিনিই সাক্ষর। ১৯৭৪ সনের বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারিতে সাক্ষরতার অধিকতর যুক্তিসংগত সংজ্ঞা গৃহীত হয়। ইহাতে বাংলা, ইংরেজী, আরবী বা উর্দু এই চার ভাষার যে কোন একটিতে লেখা সহজ চিঠি পঠন ও লিখনে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর বলা হইয়াছে। পরে ইহার সহিত হিসাবজ্ঞানের বিষয়টি সংযোজিত করিয়া সাক্ষরতার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইয়াছে—'দৈনন্দিন জীবনে পর্যাপ্ত ব্যবহারোপযোগী পঠন, লিখন ও গণনার ক্ষমতার্জন।' শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের অধ্যয়নে প্রাপ্ত তথ্য হইতেছে—আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলত্যাগী (ড্রপ আউট) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় সকলেই নিয়মিত চর্চার অভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই আবার নিরক্ষরে পরিণত হইতেছে। বয়স্ক সাক্ষরতার মাধ্যমে সাক্ষর লোকদের ক্ষেত্রেও পঠন-লিখন চর্চার উপকরণ সুযোগ সমস্যার কারণে একইভাবে পুনর্বার অক্ষরজ্ঞানশূন্য হইতে হইতেছে। স্কুলত্যাগী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও চর্চার অভাবে কার্যতঃ নিরক্ষর হইয়া পড়ে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ষাট দশক হইতে বিশেষভাবে সত্তর-আশি দশকে শিক্ষার মানের মারাত্মক অবনতি ঘটিতে থাকায় এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৮১ সনের সরকারী সাক্ষরতা হার (শতকরা ২৩ দশমিক ৮ ভাগ) ১৯৮৭ সনে অপরিবর্তিত ধরা হইলে পাঁচের উর্ধ্ব ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩১ হাজার লোকসংখ্যার ২ কোটি ২২ লক্ষ ১৩ হাজার সাক্ষর ; এই ক্ষেত্রে নিরক্ষর হইতেছে ৭ কোটি ১১ লক্ষ ১৮ হাজার। উল্লেখ্য, এ বছরের দশ কোটি ৭২ লক্ষ ১১ হাজার (এষ্টিমেটেড) জনসংখ্যার ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮০ হাজার হইতেছে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ ফেরদাউস খানের অভিমতঃ পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ বঞ্চিত এদেশের কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমার, জেলেসহ লক্ষ লক্ষ অক্ষরজ্ঞানশূন্য কিংবা সাক্ষর মানুষকে কোন অবস্থাতেই অশিক্ষিত বলা চলে না। এই সকল পেশার মানুষের বিরাট অংশ নিজ নিজ পেশায় অবশ্যই শিক্ষিত। আপন আপন ক্ষেত্রে তাহারা এমন বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী যাহা বহু সাক্ষর, এমনকি স্কুল-কলেজের শিক্ষাসমাপনকারী অনেক সার্টিফিকেটধারীর মধ্যে না-ও পাওয়া যাইতে পারে। তবে বর্তমান যুগে যথার্থভাবে শিক্ষিত হইতে হইলে এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে হইলে সাক্ষরতা অপরিহার্য। তাঁহার মতে, শিক্ষিত কথাটা বেশ ব্যাপক। নূতন জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, দক্ষতা ও চরিত্রগুণ অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধান সকলকিছুই শিক্ষার অন্তর্গত এবং শিক্ষার ধারা সারা জীবন ধরিয়াই চলিতে থাকে।

কোন কোন শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞের মতে আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা পূর্বতন ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তিকেই শিক্ষিত বলা চলে না। কারণ, ব্যাপক গণটোকাটুকির মাধ্যমে ষাট দশক হইতে, বিশেষ করিয়া সত্তর ও আশি দশকে উত্তীর্ণদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে।

এতদসত্ত্বেও একটি মোটামুটি ধারণা লাভের জন্য এই প্রতিবেদনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এবং উহার সমমানের দাখিল ও বিদেশী কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড সার্টিফিকেট অর্জনকারীদের 'মোটামুটি শিক্ষিত' জনগোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া ধরা হইল।

দেশের জনগণের প্রত্যাশিত গড় আয়ু বর্তমানে ৫৫ বছর। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় সকলেই সাধারণভাবে ১৬ হইতে ২২ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়। এক্ষেত্রে গড়ে উত্তীর্ণদের আয়ু ১৮ ধরা হইলে একটি তথ্য পাওয়া যায় যে, ১৯৫১ সনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট উত্তীর্ণদের বয়স এখন মোটামুটি ৫৫ বছর। সেই বছর হইতে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত ৩৭ বছরে বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ ৫৮ হাজার। ১৯৫২ সন হইতে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত মোট ৩২ লক্ষ ৪৩ হাজার উত্তীর্ণ, ১৯৫১ সনের তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় পরবর্তী ৪ বছরের গড় হিসাব করিয়া প্রতি বছরের গড় সংখ্যা ১৫ হাজার ধরা যায়।

একই ৩৭ বছরে (১৯৫১-১৯৮৭) মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে দাখিল পাস করিয়াছে প্রায় ২ লক্ষ ৮ হাজার। এক্ষেত্রে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত প্রাপ্ত উত্তীর্ণ সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩ শত উহার সহিত পূর্ববর্তী চার বছরের গড় করিয়া দুই বছরের প্রায় বত্রিশ হাজার উত্তীর্ণ ধরা যায়। আর গত ৩৭ বছরে আমাদের দেশের নাগরিকদের মধ্যে প্রবাসী এবং অন্য যাহারা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট সমমানের বিদেশী কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা আরও এক লক্ষ ধরা যায়।

ফলে মোট এই পর্যায়ের সার্টিফিকধারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ লক্ষ ৬৬ হাজার এবং গড় আয়ুর হিসাবে এই সার্টিফিকেটধারিগণ দেশের জনসংখ্যার মধ্যে বর্তমান। এই হিসাবে বর্তমান পাঁচের উর্ধ্ব জনসংখ্যার মধ্যে এই ন্যূনতম 'সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিতের' হার ৩ দশমিক ৮২। কোন কোন শিক্ষাবিশেষজ্ঞের মতে, এই 'সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিতের' ব্যাপক অংশই কার্যতঃ কেবলই সাক্ষর, 'অর্ধশিক্ষিত' পদবাচ্যও নহে।